সংবাদ

তারিখ ... 28 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৩ ...

# কুমিল্লায় বকেয়া বেতন না দেয়ায় ৮২ শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারেনি

## ● প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের ধর্মঘট ● প্রধান শিক্ষক ২ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

প্রতিনিধি, কুমিল্লা

কুমিল্লায় বকেয়া বেতন না দেয়ায় ৮২ শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। এতে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অবস্থান ধর্মঘট আহ্বান করে প্রতিবাদ মিছিল করে। এ সময় ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হান্নানকে প্রায় ২ ঘণ্টা তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরীর কাটাবিল রফিক উদ্দিন মেমোরিয়াল হাইস্কুলে এ ঘটনা ঘটে। পরে শিক্ষার্থীরা ওই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিসহ ছাত্রীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে অশালীন আচরণকারী বিদ্যালয়ের অঙ্ক শিক্ষক ফারুকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। জানা যায়, নগরীর রফিক উদ্দিন মেমোরিয়াল হাইস্কুল থেকে এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৯১ জন শিক্ষার্থী গত ১৮ অক্টোবর থেকে বিদ্যালয়ের নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আসছিল। বৃহস্পতিবারও তারা নির্ধারিত ভূগোল ও রসায়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য দুপুরে বিদ্যালয়ে আসে। কিন্তু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বকেয়া পরিশোধিত ৯ জন ব্যতীত অন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার হলে ঢুকতে দেয়নি। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওই বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে এবং পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে। এ সময় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হান্নানকে তার কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে বিকেল ৫টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিক্ষোভে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, বকেয়া বেতন দিতে

কুমিল্লায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

## কুমিল্লায় : বকেয়া

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পারিনি, তাই পরীক্ষার হল থেকে আমাদের বের করে দেন শিক্ষকরা। আমরা শুধু পরীক্ষা নেয়ার দাবিতে ধর্মঘট ডেকেছি। বিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্রী অভিযোগ করে জানায়, গণিত শিক্ষক ফারুক স্যার আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে কুরুচিপূর্ণ ও অশালীন আচরণ করে যৌন হয়রানি করে আসছে। এসব বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে একাধিকবার অভিযোগ করা হলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আমরা ওই শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কারসহ তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানাচ্ছি। দশম শ্রেণীর ছাত্রী ইভাসহ অন্য শিক্ষার্থীরা জানায়, আমরা বিদ্যালয়ের বেতন দিয়েছি, কিন্তু কোচিংয়ে অংশগ্রহণ না করলেও কোচিংয়ের টাকা আমাদের নামে বকেয়া দেখিয়ে পরীক্ষা দিতে দেয়নি। ইদু বেগম নামে এক শিক্ষার্থীর মা জানান, আমার মেয়ে জ্যোতি আক্তার নদীর ২৭৩০ টাকা বকেয়া রয়েছে। আমি একটি হাসপাতালে আয়া পদে চাকরি করে পরিবারের ভরণ-পোষণসহ মেয়ের পড়ালেখার খরচ জোগান দিচ্ছি। পরীক্ষার প্রথমে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে পারিনি, তাই মাস শেষে আমার বেতন পেয়ে বকেয়া পরিশোধ করার কথা বললে প্রধান শিক্ষক একটি স্লিপ দিয়ে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি দেন। তার অনুমতি থাকার পরও অন্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমার মেয়েকেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি।

এসব বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবদুল হান্নান জানান, প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য ২৫০ টাকা করে মাসিক বেতন ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু এলাকার লোকজন গরিব-অসচ্ছল হওয়ায় প্রায় ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থীর জন্য পরিবারের বিষয়টি বিবেচনা করে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বেতন অর্ধেক মওকুফ করা হয়েছে। পরীক্ষার আগে থেকে একাধিকবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও ওই শিক্ষার্থীরা বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে না পারায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি। এতে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরীক্ষা আমরা পুনরায় গ্রহণ করব।

এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণের বিষয়ে অভিযোগ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, শিক্ষক ফারুকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়টি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিকে অবহিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর আলম জানান, খোঁজখবর নিয়ে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।